প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

# স্কুলগুলোর তালিকায় নেই এনসিটিবির বই

শিবলী রেজা আহমেদ

মজাদ হোসেন তাঁর সপ্তম শ্রেণীতে পড়া মেয়ের জন্য স্কুলনির্ধারিত ইংরেজি ব্যাকরণ বই কেনার জন্য নীলক্ষেতে বিভিন্ন দোকানে দরকষাকষি করছিলেন। তিনি বললেন, 'সব স্কুলে যদি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একই ব্যাকরণ বই পড়ানো হতো, তাহলে একদামে বইটি কিনে নিয়ে যেতাম। আর এভাবে দরদামও করা লাগত না।'

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রকাশিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা দ্রুতপঠন (আনন্দ পাঠ) ইংরেজি ব্যাকরণ ও ইংরেজি দ্রুতপঠন বই বাজারে থাকা সত্ত্বেও নগরীর বেশির ভাগ স্কুলগুলোতে বিতরণ করা পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় এসব বই রাখা হয়নি, এমন অভিযোগ রয়েছে অনেক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর। নগরীর বিভিন্ন স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা নিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের তালিকায় লাভলী প্রকাশনীর 'সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' এবং পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের 'ইয়াং লারনারস কমিউনিকেটিভ ইংলিশ' রয়েছে। সপ্তম শ্রেণীর জন্য 'সরল বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা' এবং 'আ পটেনশিয়াল ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কমপোজিশন' বইটির নাম উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিম তেজতুরী বাজারের এভ্রেলস হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতেও এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হচ্ছে না। এখানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে 'গ্রামার ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কম্পোজিশন' নামের বইটি পড়ানো হচ্ছে। ডিকারুননিসা নূন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর জন্য ইংলিশ ব্যাকরণ বই হিসেবে আছে 'নিউ লারনিং টু কমিউনিকেট (কোর্সবুক ৮)' এবং আজিমপুর গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি ব্যাকরণ বই হিসেবে পড়ানো হচ্ছে আদেল প্রকাশনীর 'অ্যান এসেনশিয়াল ইংলিশ গ্রামার' বইটি।

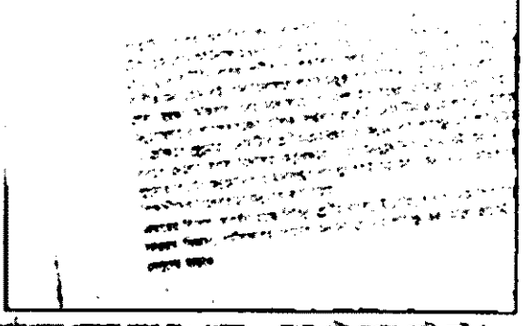

অনেক অভিভাবকই অভিযোগ করেছেন, বিভিন্ন অখ্যাত প্রকাশনীর নিম্নমানের বইগুলো টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে পড়ানো হয়। এতে লাভবান হয় একশ্রেণীর শিক্ষক ও প্রকাশক।

এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, 'দি ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট বুক বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩'-এর ১৫ ধারা অনুসারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত অথবা বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য কোনো বই কোনো বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচিভুক্ত করা যাবে না।

সূত্র আরও জানিয়েছে, ইতিমধ্যে দেশের সব জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয়ে এ-সম্পর্কিত বিধি জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধপত্র এবং পাঠ্যপুস্তকের তালিকা-সংবলিত গেজেট এনসিটিবি থেকে পাঠানো হয়েছে। শুধু এনসিটিবি প্রণীত, প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যসূচিভুক্ত করতে দেশের সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়ে এবং অননুমোদিত কোনো বই না কিনে শুধু বোর্ডের অনুমোদিত ও মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের প্রতি কেনার বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। তবে কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক জানিয়েছেন, এখনো এ সংক্রান্ত কোনো চিঠি তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি।

সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লে. কর্নেল (অব.) আবুল বাশার বলেন, 'আমরা এখনো এ ধরনের কোনো চিঠি পাইনি তবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেছি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা যেহেতু আগেই ক্লাস নেওয়া শুরু করেছি তাই পাঠ্যপুস্তকের তালিকা আগেই করেছিলাম। তবে এনসিটিবি প্রকাশিত বইগুলোর কথা উল্লেখ করেনি। এখন যেহেতু এটি সরকারি সিদ্ধান্ত, তাই আমরা আবার ওই বইগুলো অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করব।'

ইতিমধ্যে নগরীর স্কুলগুলোতে নতুন বছরের ক্লাস শুরু হয়েছে। স্কুল কর্তৃক নির্ধারিত বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ বই বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী কিনে ফেলেছে। স্কুল থেকে আবার এনসিটিবি নির্ধারিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ও ইংরেজি দ্রুতপঠন এবং ইংরেজি ব্যাকরণ বই কিনতে বলায় অভিভাবকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

নীলক্ষেতে বই কিনতে আসা চাকরিজীবী হুমায়ুন কবীর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'আমরা অভিভাবকেরা দুবার বই কিনে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হব। অথচ এটা দেখার কেউ নেই।'

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ক্ষতির কথা স্বীকার করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী দেওয়ান বলেন, 'পাঁচ-সাত দিন আগে চিঠি পেয়েছি। আমরা আবার নতুন বুকলিস্ট দেব। যেহেতু আমরা আগেই ক্লাস শুরু করেছি, তাই এখন নতুন বই কিনতে গিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।'

এনসিটিবির সিদ্ধান্তের পরও অনেক স্কুলে এখনো নতুন পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. গাজী মো. আহসানুল কবীর বলেন, 'ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশে ২০ হাজার স্কুলে চিঠি দিয়েছি। সব স্কুলে বিধি গিয়েছে। স্কুলগুলো থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে তারা ক্লাস শুরু করায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন লেখকের বই কিনেও ফেলেছে। তবু যেহেতু এবার প্রথমবারের মতো এনসিটিবি মানসম্মত বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি ব্যাকরণ, ইংরেজি দ্রুতপঠন ও বাংলা দ্রুতপঠন (আনন্দ পাঠ) প্রকাশ করেছে, তাই আশা করা যায় এনসিটিবির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন সবাই এগুলোই পড়াবে।'